বাসভবন-সহ বহু ঠিকানায় অভিযান ইডির

তল্লাশি শেষে গ্রেপ্তার পঞ্জাবের ‘আম আদমি’ মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা

চণ্ডীগড়, ৯ মে: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাতে গ্রেপ্তার হলেন পঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ)-র মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা। শনিবার সকালে ইডির দল মন্ত্রীর বাসভবনে তল্লাশি অভিযানে যায়। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ইডির দলের ২০টি গাড়ির একটি কনভয় মন্ত্রীর বাসভবন এবং আরও চার জায়গায় তল্লাশি চালায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর গ্রেপ্তার করা হয় আপ মন্ত্রীকে।

উল্লেখ্য, এক মাসের মধ্যে দু’বার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি। শনিবারও মন্ত্রীর বাসভবন-সহ চারটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে নামে তদন্তকারী সংস্থাটি। গত এপ্রিলেও মন্ত্রী আরোরার বেশ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চলে।

সূত্রের খবর, ওই সময় চণ্ডীগড় এবং দিল্লি-এনসিআরে মন্ত্রীর কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি চলে। শনিবার ইডির তল্লাশি অভিযান প্রসঙ্গে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, ‘কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার করছে বিজেপি। আজকেও সঞ্জীব আরোরার বাড়িতে বিজেপির ইডি অভিযানে এসেছে। এক বছরের মধ্যে তৃতীয় বার আরোরার বাড়িতে ইডি এসেছে। কিন্তু তল্লাশি অভিযানে কোনও কিছুই পায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থাটি।’

মন্ত্রী এবং তাঁর কয়েক জন সহযোগীর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলায় এই তল্লাশি অভিযান বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। এক বছরের মধ্যে তিন বার ইডি হানা দেয় মন্ত্রীর বাসভবন-সহ বেশ কয়েকটি ঠিকানা।

মুখ্যমন্ত্রী মান ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ‘ইডি এবং বিজেপি মিলে চক্রান্ত করে এই ধরনের কাজকর্ম করছে।’ ২০২৪ সালে লুধিয়ানার (পশ্চিম) বিধায়কের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। জানা গিয়েছে, ইডির দলটি দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং চণ্ডীগড়ে শনিবার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে।

যুদ্ধের হরমুজে ফের আক্রান্ত ভারতীয় ট্রলার

তেহরান, ৯ মে: যুদ্ধের হরমুজে ফের আক্রান্ত ভারতীয় ট্রলার। কাঠের ওই ট্রলারে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে এক নাবিকের। তিনি গুজরাতের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার পর উদ্ধার করা হয়েছে ১৭ জনকে। আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে দুবাইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, গত শুক্রবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী জলসীমায়।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, হরমুজের নিকটবর্তী সমুদ্রপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনওভাবে ওই ট্রলারে আগুন ধরে যায়। কাঠের ট্রলার হওয়ায় মুহূর্তে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয়।

ঘটনার অভিঘাতে উলটে যায় ট্রলারটি। ট্রলারে থাকা এক নাবিকের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি অগ্নিদগ্ধ হন আরও ৪ জন।

ঘটনার সময় ওই এলাকায় থাকা অন্য একটি জাহাজ দ্রুত সেখানে এসে নাবিকদের উদ্ধার করে। জানা যাচ্ছে, ট্রলারটিতে মোট ১৮ জন ছিলেন। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, উদ্ধার হওয়া নাবিকদের সঙ্গে শুক্রবার রাতেই যোগাযোগ করা হয় দুবাইয়ের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে। ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে দূতাবাসের তরফে। ওই ট্রলারের মালিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে দূতাবাস। আহত চারজনের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম খামতি না থাকে সেদিকেও নজর রেখেছে দূতাবাস।

স্কুলে ভর্তির দিনই তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৯ মে: দিল্লির এক স্কুলে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ। শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, এক দিন আগেই স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল শিশুটিকে। ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুলেরই ৫৭ বছরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে।

পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ মে শিশুটির মা থানায় অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ থেকে জানা গিয়েছে, ৩০ এপ্রিল স্কুল থেকে ফিরে শিশুটি নিজের যন্ত্রণার কথা জানায়।

এর পরে মা তাকে প্রশ্ন করলে সে জানায়, স্কুলের কর্মী তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করেছেন। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছে। ১ মে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আদালত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠায়। ৭ মে অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যায় বলে খবর। পুলিশ জানায়, তারা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

অভিযুক্ত জামিন পাওয়ার পরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নির্যাতিতার পরিবার। তারা পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, ওই ঘটনায় স্কুলের এক শিক্ষকও জড়িত।

তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও পুলিশের দিকে আঙুল তুলেছেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মানেনি।

দেশের নতুন সেনা সর্বাধিনায়ক হচ্ছেন এনএস রাজা সুব্রমণি

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ভারতের নতুন সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস) হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি। শনিবার সকালে ওই পদে তাঁকে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেনা সর্বাধিনায়ক হওয়ার পর স্থলসেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনা- তিন বাহিনীর প্রধান হিসাবে কাজ করবেন সুব্রমণি। বর্তমানে দেশের সেনা সর্বাধিনায়ক পদে আছেন জেনারেল অনিল চৌহান। আগামী ৩০ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পরেই সিডিএস পদে দায়িত্ব নেবেন সুব্রমণি। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, সুব্রমণি সিডিএস-এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বিষয়ক দপ্তরের সচিব হিসাবেও কাজ করবেন। দেশের নতুন নৌসেনা প্রধানকেও নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। নৌসেনার ভাইস অ্যাডমিরাল পদমর্যাদার অফিসার কৃষ্ণ স্বামীনাথন চলতি মাসের শেষে নৌসেনা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেবেন। বর্তমানে নৌসেনার মাথায় আছেন ভাইস অ্যাডমিরাল দীনেশকুমার ত্রিপাঠী। আগামী ৩১ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ৩৫ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি একাধিক সংঘাতপ্রবণ এলাকায় সংবেদনশীল পদের দায়িত্ব সামলেছেন। কাজাখস্তানের ভারতীয় দূতাবাসেও ছিলেন একসময়। সেনাবাহিনীতে নজরকাড়া কাজের জন্য একাধিক সম্মান লাভ করেছেন তিনি। সক্রিয় সামরিক চাকরি থেকে অবসরের পর সুব্রমণি আপাতত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করছিলেন। এ বার তাঁকে তিন বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হল। পরবর্তী নৌসেনা প্রধান স্বামীনাথন বর্তমানে মুম্বইয়ে পশ্চিম নেভাল কমান্ডের মাথায় রয়েছেন।

পাটনায় ঝড়ে মৃত ৩

পাটনা, ৯ মে: পাটনায় প্রবল দুর্যোগের মধ্যে পড়ে মৃত ৩। ঝড়বৃষ্টির দাপটে গুরুতর আহত ৫। তাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে পানীয় জল সরবরাহ ও বিদ্যুতের মতো জরুরি পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে দ্রুত তা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, পূর্ব বিহারের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। অক্ষরেখা রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড় ও ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত। তার জেরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি চলছে বিহার জুড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত পাটনা। এ দিকে প্রবল ঝড়ে প্রাণহানির পাশাপাশি রাস্তায় ভেঙে পড়েছে অনেক গাছের ডালপালা। ছিঁড়ে গিয়েছে বিদ্যুতের তার, ব্যাহত পানীয় জলের পরিষেবা। পাটনার জেলাশাসক থিয়াগারাজন এস এম জানিয়েছেন, প্রবল ঝড়ে এলাকার কিছু এলাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে, পুরসভা, বন বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ একসঙ্গে কাজ করছে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। বিহারের বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী রত্নেশ সাডা জানিয়েছেন, ১৩৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় আছড়ে পড়ে পাটনায় তার জেরে রাজ্যজুড়ে ৯ জন মারা গিয়েছেন। মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে বিহার সরকার।

মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে তীব্র হামলা ইরানের তিন জাহাজে

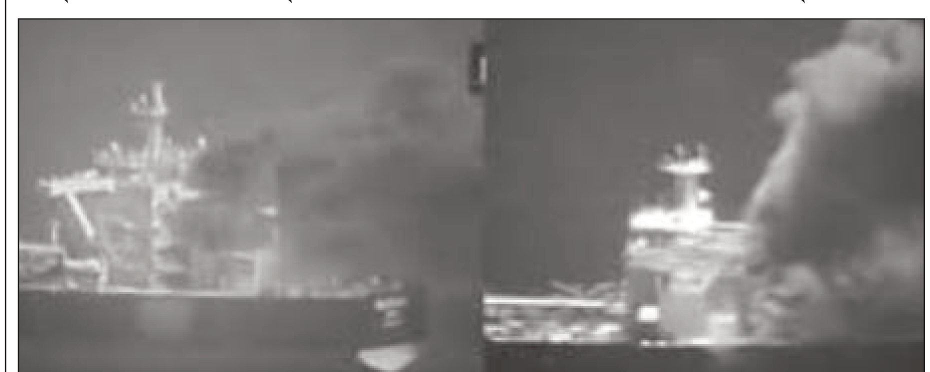

তেহরান, ৯ মে: ওমান উপসাগরে ইরানের তিনটি জাহাজকে রুখে দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। জাহাজগুলি ওমান উপসাগর হয়ে বার হওয়ার চেষ্টা করতেই আমেরিকার হামলার মুখে পড়ে। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করতে মোতায়েন করা হয়েছে এফএ ১৮ সুপার হর্নেট যুদ্ধবিমান। শনিবার সেই বিমান থেকেই ইরানের জাহাজগুলিতে হামলা চালানো হয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রথম দফা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই হরমুজ প্রণালীর দু’প্রান্ত পাল্টা অবরুদ্ধ করে আমেরিকা। ফলে ইরানে কোনও জাহাজ ঢুকতেও পারছে না। আবার ইরান থেকে কোনও জাহাজ বাইরে যেতেও পারছে না। আমেরিকা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আলোচনার টেবিলে না বসলে হরমুজ অবরুদ্ধ চলবেই। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ওমান উপসাগরে ইরানে তিনটি জাহাজে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে।

সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের জাহাজগুলিকে পুরোপুরি ধ্বংস না করে সেগুলির উপর হামলা চালিয়ে অকেজো করে দেওয়া কৌশল নিয়েছে আমেরিকা। বিশেষ করে জাহাজের ইঞ্জিনকে নিশানা বানানো হচ্ছে। আগে যেমন পুরো জাহাজ উড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়েছিল মার্কিন বাহিনী। সেই কৌশল থেকে সরে গিয়েছে তারা।

ওমান এবং পারস্য উপসাগরে মার্কিন রণতরী মোতায়েন রয়েছে। সেখান থেকেই হামলা চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। শুক্রবার স্টি স্টার থ্রি ও সেধা নামে দু’টি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালায় আমেরিকা। এই জাহাজগুলিতে হামলা চালাতে ‘গাইডেড’ বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল।

ময়দান

গোয়ার বিরুদ্ধে ড্র বাগানের, শীর্ষেই থেকে গেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এফসি গোয়ার ঘরের মাঠে তাদের হারানো সহজ ছিল না। শুরুতে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারল না মোহনবাগান। তিন পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা ফিরতে পারবে না সের্জিও লোবেরার দল। এগিয়ে গিয়েও গোয়ার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করল মোহনবাগান। এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে। গ্রুপ শীর্ষ এখনও ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিল লিস্টন, ম্যাকলারেনরা। তবে ফিনিশিংয়ে পিছিয়ে পড়ছিলেন রবসনরা। আপুইয়ার দূরপাল্লার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। টম অলড্রেডের হেড থেকেও আসেনি গোল। গোয়া বারবার প্রতি-আক্রমণের উঠে বাগান রক্ষণকে চাপে রাখছিল। প্রথমার্ধের শেষদিকে আক্রমণে ঝড় তোলেন উদান্তা সিং, নেমিল এবং সাঙ্গওয়ানরা। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান রবসনের পরিবর্তে নামায় জেসন কামিন্সকে। ৫৫ মিনিটে ডেডলক ভাঙলেন জেমি ম্যাকলারেন। গোয়ার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গানের ভুলেই গোলের সুযোগ তৈরি হয়। সন্দেশের ভুলের সুযোগ নিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন জেমি। বক্সের ভিতরে ঠান্ডা মাথায় শট নিয়ে গোলরক্ষক ববকে পরাস্ত করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন তিনি। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোয়াকে সমতায় ফেরান রনি উইলসন। ডানদিক থেকে ক্রস তুলে বাগান রক্ষণের শেষ প্রহরী বিশাল কাইথকে পেরিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। ম্যাচের ৭২ মিনিটে আবারও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। সাহাল আব্দুল সামাদের বল পেয়ে ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন জেসন কামিন্স। ড্র করে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ২১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই থাকল মোহনবাগান।

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে সরল হারবার ডায়মন্ডস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর আগেই বড় ধাক্কার মুখে পড়ল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এই প্রতিযোগিতার নিলাম। তার ঠিক একদিন আগে লিগ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিল হারবার ডায়মন্ডস। ফলে নতুন মরসুমের পরিকল্পনায় বড়সড় অস্বস্তিতে পড়েছে সিএবি কর্তারা।

রাজস্থানের কাছে হেরে গুজরাত এবার পাঁচে নামল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুরন্ত ছন্দে এগিয়ে চলেছে গুজরাত টাইটান্স। টানা চার ম্যাচ জিতে তারা আবারও বুঝিয়ে দিল, এ বার ট্রফির অন্যতম দাবিদার তারাই। অন্য দিকে রাজস্থান রয়্যালসের ছন্দ একেবারেই উল্টো পথে। পরপর দুই ম্যাচ হেরে চাপে পড়ল তারা। নিজেদের ঘরের মাঠেও গুজরাতের সামনে কোনও সময় লড়াইয়ে ফিরতে পারেনি রাজস্থান। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং; তিন বিভাগেই স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে ছিল শুভমন গিলের দল। এই ম্যাচে বিশেষ গোলাপি জার্সি পরে মাঠে নেমেছিল রাজস্থান। গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের উন্নয়নের বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ।

বেতন-বিক্ষোভ, আর্থিক সংকটের আবহে ১২ বছর পর সাদা-কালো ক্লাবের হাল ধরতে প্রস্তুত লন্ডনপ্রবাসী ক্রীড়াপ্রেমী

দুর্দিনে মহমেডানের ত্রাতা? ফের দায়িত্বে ফিরছেন মঈন বিন মাকসুদ

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চলতি আর্থিক সংকটের মধ্যেই ভেসে উঠল এক পরিচিত নাম। দীর্ঘ এক যুগ পর ফের সাদা-কালো ব্রিগেডের দায়িত্ব নিতে চলেছেন ক্লাবের প্রাক্তন কর্তা মঈন বিন মাকসুদ। গড়ের মাঠের অন্দরে জোর জল্পনা, শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের টালমাটাল পরিস্থিতি সামাল দিতেই আবার সক্রিয় ভূমিকায় ফিরছেন তিনি।

গত কয়েক সপ্তাহে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অন্দরমহলে তৈরি হয়েছিল প্রবল অস্থিরতা। পাঁচ-ছয় মাসের বেতন বকেয়া থাকায় অনুশীলন বয়কট করেছিলেন ফুটবলাররা। ১ মে শ্রমিক দিবসের দিনই অনুশীলনে নামতে অস্বীকার করেন সাদা-কালো ব্রিগেডের সদস্যরা। আইএসএলে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর কোচ মেহেরাজুদ্দিন ওয়াডু ছুটি দিলেও নতুন করে অনুশীলন শুরু হওয়ার দিন ফুটবলারদের এই প্রতিবাদ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সামনে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থাকায় ক্লাব কর্তাদের উপর চাপও বাড়তে থাকে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে বকেয়া বেতন মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপরই অনুশীলনে ফেরেন কিছু ফুটবলার। তবে আর্থিক অনিশ্চয়তা যে এখনও পুরোপুরি কাটেনি, তা মানছেন অনেকেই।

এই আবহেই সামনে এসেছে মঈন বিন মাকসুদের নাম। লন্ডনপ্রবাসী এই বিশিষ্ট আর্কিটেক্ট বরাবরই ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে পরিচিত। শুধু মহমেডান নয়, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের পাশেও অতীতে একাধিকবার দাঁড়িয়েছেন তিনি। ক্লাবের

বিজেপি নেতা ও বিধায়ক দিলীপ ঘোষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ক্রীড়া সংগঠক মঈন বিন মাকসুদ।

প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব হিসেবেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য ছিল। ২০১৪ সালে মহমেডানের এক সংকটজনক সময়ে ক্রিকেট সচিবের পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদকের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলেছিলেন মঈন। সেই সময় দল গঠন থেকে প্রশাসনিক স্থিতি ফেরানো, সব ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা এখনও মনে রেখেছেন ক্লাবের অনেক সদস্য।

গড়ের মাঠের একাংশের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য মুখ হিসেবেই ফের সামনে আনা হচ্ছে তাঁকে। ক্লাবের আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরানো, স্পনসর ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ফুটবলারদের আস্থা ফেরানো; এই তিনটি বড় চ্যালেঞ্জই এখন তাঁর সামনে থাকতে পারে। মঈন নিজেকে জাতীয়তাবাদী মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন এবং রাজনৈতিক মহলেও পরিচিত মুখ। তবে ক্রীড়ামহলে তাঁর পরিচয় মূলত একজন সংগঠক ও ক্লাবপ্রেমী হিসেবেই। সেই কারণেই মহমেডানের কঠিন সময়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবরে নতুন আশার আলো দেখছেন সাদা-কালো সমর্থকদের একাংশ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**